ইন্দ্রজাল কমিকস্

সংখ্যা ২১৪

বাহাদুর ও ছেলেধরার দল

Starry Strawberry met
Merrymaking Mango met
Aristoapricot met
Bunchovgrapes met
Porcupineapple met
Apple-of-his-eye and
they all lived happily
ever after in Kissan
jams.

The Kissan Range
Mixed fruit, pineapple, strawberry, raspberry, mango, apple, apricot, Goldenmist orange marmalade and guava jelly.

Kissan

maa KPL 10-A 78

বাহাদুর ও ছেলেধরার দল

কাহিনী: সাবিদ সুর্তী। শিল্পী: গোবিন্দ রাঙ্গনীয়া।

মাঝে মাঝে কুখ্যাত ডাকাতদের সাড়া করে বাহাদুর বোম্বের মত শহরে আসে।

বম্বের সাবার্বান রেল ষ্টেশনের ভীড়ের মধ্যে দেখছে কেউ তার দিকে ফিরে তাকাবে না।

আসলে বাহাদুর হল ইস্পাতের মানুষ!

যখন কোথাও দেখা দেয়, অপরাধীরা ছোট-ছোট দৌড় মারে।

একদিন সকালে, বাহাদুর বম্বের বিখ্যাত জুহু বীচে বেড়াচ্ছে –

আহ! চমৎকার আবহাওয়া!

কিন্তু আনন্দটা স্থায়ী হল – বাতাস ভরে উঠলো এক আর্তনাদে ...

হেল্প! হেল্প!

ও আবার কি?

আর্তনাদের দিকে লক্ষ্য করে বাহাদুর ঘুরে দাঁড়ালো।

হয়তো সামান্য পকেটমারা গেছে!

হুড়মুড় সে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

শান্ত হও, নো!

আমার বাচ্চাকে এনে দাও... (ফুঁপিয়ে কান্না)

মহিলাটি কেঁদে অস্থির।

দয়া করে... কেউ আমার পিংকিকে এনে দাও!

মহিলাটিকে যিনি আশ্বাস দিচ্ছিলেন, ভীড়ের মধ্যে বাহাদুরকে দেখতে পেলেন

মনে হচ্ছে আপনাকে আগে দেখেছি ...

হবে... আমি গনিবা*র বাহাদুর!

* গন নিরাপত্তা বাহিনী।

আমি সরোদ শর্মা।
ইনি আমার স্ত্রী, বিমলা। সকালটা এখানে কাটাতে এসেছিলাম...
বাহাদুর ধৈর্য্য ধরে শুনতে পারলো।
আমাদের এক বছরের বাচ্চা ঠিক পাশেই প্র্যামে ছিল।
হঠাৎ উধাও! এই বলতে চান তো?
ঠিক! কিন্তু কি করে?
আমরা যখন তাঁবু খাটালাম, আশেপাশে কেউ ছিল না।
রোমাঞ্চ কাহিনীর ভাষায়-গভীর রহস্য!
এর সমাধান করতে পারেন? আমাদের বাচ্চাকে ফেরৎ আনতে পারেন?
চেষ্টা করতে পারি বৈকি মিঃ শর্মা! যে কাজে বম্বে এসেছিলাম, শেষ হয়ে গেছে। আপনাকে সাহায্য করার জন্যে যদি আমাকে থাকতে বলেন, তাহলে টাকা দিতে হবে-শনিবার জন্যে চাঁদা!
কত?

জবাব দেবার আগে বাহাদুর একটু ভেবে নিলো।

এই - ৫০০০ টাকা।

ও যে বড্ড বেশী!

মি: শর্মা, আপনার বাচ্চার মূল্য নিশ্চয়ই আপনার কাছে আরো বেশী!

হয়তো! তবুও, পুলিশের কাছেই যাই।

শুভেচ্ছা রইলো।

যদি মত পালটান, এই আমার কার্ড। আজ রাতের আগে বম্বে ছাড়বো না।

পুলিশে খবর দেবার আগে শর্মা দম্পতি বাড়ী গেলেন।

আস্থা রাখো মো! পুলিশের লোকেরা শিগগিরই খুকুকে উদ্ধার করে আনবে।

মি: শর্মা পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। ঝি এসে খবর দিল:

মা, আপনার ফোন এসেছে!

মিঃ শর্মা ও তাঁর শোকাতুরা স্ত্রী বাড়ীতে ঢুকলেন।

কে? নাম জিজ্ঞেস করেছ?

আজ্ঞে করেছি, কিন্তু বললো না।

মিসেস বিমলা শর্মা যখন ফোন করতে ব্যস্ত ...

হ্যালো?

কে? মিসেস বিমলা শর্মা?

হ্যাঁ!

আপনি নিশ্চয়ই খুব চিন্তিত! মানে আপনার ছোট্ট বাচ্চাটি ...

আমার মেয়ে... কোথায়? কেমন আছে?

আপনি কে?

আমার জন্যে ভাববেন না। আপনার বাচ্চা আমার জিম্মায় নিরাপদে আছে। একটা কথা পুলিশে কি খবর দিয়েছেন?

এখনও দিই নি!

তাহলে দেবেন না। এবার ব্যবসার কথায় আসা যাক...

বিমলার সারা শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল ...

মন দিয়ে শুনুন! যদি আপনার বাচ্চা ফেরৎ চান, ২,৫০,০০০ টাকা খেশারত দিতে হবে।

২,৫০,০০০ টাকা? উঃ না!

বিমলা হতবাক!

মিসেস শর্মা, আপনার স্বামীকে ৩ টাকা জোগাড় করতেই হবে, না হলে আপনার বাচ্চাকে টুকরো করে কাটা হবে, চিলে খাবে।

বিমলা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন, অজানা বক্তা রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

মিঃ শর্মা ছুটে এলেন ফোনের কাছে... কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

পুলিশে খবর দিতেই হবে! অত টাকা আমার পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব!

না!

ডাকাতটা শাসিয়েছে -কাউকে যেন খবর না দিই!

মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর ফাঁদে পড়েছি!

আমার বিশ্বাস কেবল একজনই এফাঁদ বানচাল করে দিতে পারে!

কে? বাহাদুর?

হ্যাঁ সো ও-ই আমাদের একমাত্র আশা!

বাহাদুর আর বেলা তাদের জিনিষপত্র প্যাক করছে, এমন সময় গৃহস্বামী কারাটে অ্যাকাডেমীর মিঃ মিকাডো এলেন।

যাবার জন্যে তৈরী?

হ্যাঁ। আর থাকবার কোন কারণ নেই।

আপনার আতিথ্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ, মিঃ মিকাডো!

হঠাৎ টেলিফোনটা ঝনঝন করে উঠলো। বাহাদুর রিসিভার তুললো।

বলুন! কে? মিঃ শর্মা? আপনার জন্যে কি করতে পারি?

মিঃ শর্মা তাঁর বক্তব্য বলতে পুরো দশ মিনিট সময় নিলেন। তারপর-

আমাদের যাওয়া পিছিয়ে দিতে হবে, মিকাডো-যদি আপনার বদান্যতার সুযোগ নিতে দেন...

সানন্দে, বাহাদুর!

শিগগিরই বাহাদুর মিঃ শর্মার কাছে ফেরে।

ঠিক কি হয়েছিল বলুন তো মিঃ শর্মা?

জুহু বীচে গিয়েছিলাম রোদ আর সমুদ্র এনজয় করতে।

আমাদের বাচ্চা পিংকি প্ল্যামে প্রতুল নিয়ে খেলছিল।
আমরা গল্প করতে করতে সাঁতারুদের দেখছিলাম।
হঠাৎ আমার স্ত্রীর খেয়াল হল...প্ল্যামটা বড় চুপচাপ। ও সেদিকে তাকিয়েই -
পিংকি কোথায়?
কেন? প্ল্যামে নেই?
না!
বিমলা কেঁদে ফেললো। দেখতে দেখতে চারিদিকে ভীড় জমে গেল।
প্ল্যাম থেকে বাচ্চা উড়ে যাবে কি করে?
মিঃ শর্মা বলে চললেন -
তারপর ভীড়ের মধ্যে আপনাকে দেখতে পেলাম। দয়াকরে বাঁচান, আমার পক্ষে ২,৫০,০০০ টাকা জোগাড় করে দেওয়া অসম্ভব!

হুঁ, অনেক টাকা! ডাকাতটা কি আক্রমণের জায়গা স্থির করেছে ?
মিঃ শর্মার মুখের ওপর বাহাদুরের স্থির দৃষ্টি
না। বলেছে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আবার টেলিফোন করবে।
বাচ্চা ফেরৎ পাবার জন্যে আপনারা অতটাকা দেবেন না, ঠিক তো ?
বিমলার ঘোর কেটে গেল—
বাহাদুর, আমাদের যথাসর্বস্ব বিক্রী করলেও অতটাকা পাবো না !
মিনতি করে বললো—
লক্ষ্মীটি বাহাদুর—
ঠিক আছে। আমার যথাসাধ্য করবো।
বিনা দ্বিধায় আমার সমস্ত নির্দেশ আপনাদের পালন করতে হবে।
তাঁরা রাজী হয়ে মাথা নাড়লেন।
শিবমন্দিরই বাহাদুর আর বান্ধবী বেলা বাচ্চা চুরির জায়গায়—
শর্মারা এইখানে তাঁবু খাটিয়েছিলেন।

প্র্যামটা এখানে ছিল আর তার ৩০ ফুটের মধ্যে কেউ ছিল না।
এই অবস্থায় ডাকাতটা কি করে বাচ্চাটাকে তুলে নিলো তাই ভাবছি।
হয়তো গাছের ফাঁক দিয়ে ঢুকেছিল...
তা সম্ভব! কিন্তু একেলা লোক তুললে তো বাচ্চাটা কাঁদতো!
হয়তো কেঁদেছিল
বেলাকে বোঝাবার জন্যে বাহাদুর ঘনোটার পুনরাবৃত্তি করলো।
কি?!
কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ঘুরিটা এখানে, এই বীচে হয়নি!
কিন্তু কান্নাটা শোনা যায়নি কারন ডাকাতটা ওর মুখে চাপা দিয়েছিল!
আশাকরি তুমি ঠিক বলছো!
বেলার অবাক হওয়াই স্বাভাবিক!
মি: আর মিসেস শর্মা বীচে পৌঁছানোর আগেই বাচ্চাটা উধাও হয়েছিল!
ওটা তোমার আন্দাজ - খুবই এলোমেলো বলতে হবে।

পরে মিঃ শর্মার বাড়ীতে–

বাহাদুর, আমাদের বাচ্চার খোঁজ পেলে?

রীতিমত ধাঁধা!

মিঃ শর্মা, নিশ্চয় করে বলতে পারেন কি, যে আপনারা যখন নীচে যান তখন বাচ্চা প্ল্যামে ছিল?

নিশ্চয়ই! ওর সঙ্গে বালিতে খেলেছি!

এটা বড় বোকার মত প্রশ্ন করলে, বাহাদুর!

না, যদি...

টেলিফোনের প্রচণ্ড ঝঙ্কারে বাহাদুর বাধা পেল।

মিঃ শর্মা, 'কল'টা নিন।

আপনি যদি শুনতে চান, এক্সটেনশনটা থেকে শুনুন।

বাহাদুর লাফিয়ে গিয়ে এক্সটেনশনে একটা আবছা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

নমস্কার, মিঃ শর্মা!

বাহাদুরের কান খাড়া।

টাকা জোগাড় হয়েছে?

এখনও হয়নি, তবে এ সপ্তাহের শেষে হয়ে যাবে!

ভালো, সব কটা ১০০ টাকার নোট।

আর বাছা পাব কখন?

আমরা টাকা পাবার পর, খুকু অক্ষত দেহে ফেরত যাবে।

অজানা বক্তা রিসিভার রাখলো।

এবার?

এক সপ্তাহ সময় আছে।

যতদিন কাটছে আমার স্ত্রী অস্থির হয়ে উঠছেন।

তা হলে?

মিঃ শর্মার মুখে সামান্যতম পরিবর্তনের দিকে বাহাদুরের কড়া নজর।

শর্মা দুর্বল হয়ে এলেন।

বাহাদুর, ১,৫০,০০০ টাকা না দিয়ে আমার উপায় নেই!

না! এখন আমি যখন দাঁত ফুটিয়েছি, তা করা চলবে না।

কেন না? আমরা আমাদের বাচ্চা ফেরত চাই, জ্যান্ত!

তার গ্যারান্টি দিতে পারেন?

না, পারি না, এমন কি পুলিশেও পারে না।

কিন্তু মিঃ শর্মা, প্রথমেই বলেছিলাম, আমার নির্দেশ আপনাদের মেনে চলতে হবে। এবার মন দিয়ে শুনুন—

বাহাদুর এ পর্যন্ত যতখানি জন্তু করেছে, সাহেবকে তা জানালো।

আপনার বাচ্চা এখান থেকে বেশী দূরে নেই। আসলে এই বাড়ীর মধ্যেই কোথাও আছে।

এটা আপনার আরেকটা বোকার মত আন্দাজ!

মিঃ শর্মা, তা না হলে ডাকাতটা জানবে কি করে যে আপনি এই অসময়ে বাড়ীতে আছেন?

শর্মা ঘাবড়ে গেলেন।

পরে মিঃ মিকাডোর বাড়ীতে – যেখানে বাহাদুর থাকতো।

বিমলা শর্মা এসেছেন। ওকে ডেকেছিলে কি?

হ্যাঁ, বেলা। ভেতরে আনো।

মিসেস শর্মা ঢুকলেন

একা ডাকার জন্যে মাফ করবেন। আর উপায় ছিল না ...

আপনার বাচ্চা চুরি সম্বন্ধে কিছু খবর জোগাড় করেছি ...

... আর কিছু জিনিষ যাচাই করতে চাই।

দয়া করে বলুন... একথা কি সত্যি, যে আপনার আগে রাকেশ নামে একটি যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল?

হ্যাঁ। সে বান্দ্রার ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যায়।

তারপর আপনি মিঃ শর্মার প্রেমে পড়েন ও তাঁকে বিয়ে করেন।

ঠিক। উনি আমার সঙ্গে বাচ্চাকেও গ্রহন করেন। কিন্তু এর সঙ্গে চুরির কি সম্পর্ক?

ব্যক্তিগত প্রশ্ন করায় বিমলা শর্মা একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন।

বাহাদুর সাবধানে আসল কথা বললো।

মিসেস শর্মা, আশাকরি যা বলবো তা কাউকে বলবেন না– আপনার স্বামীকেও না...

...কারন চুরিটা আপনার স্বামীরই চাতুরীর ফল।

বিমলা শর্মা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন।

সংযম হারিয়ে তিনি–

না! আমি বিশ্বাস করি না! বাচ্চাকে আমার চেয়ে আমার স্বামী বেশী ভালোবাসেন, উনি কেন এ কাজ করবেন?

কারন আছে, যা আপনি জানেন না।

আপনার স্বামীকে আমার তদন্তের কথা আগেই বলেছি...

সকলের ধারনা বাচ্চা জুহু বীচ থেকে উধাও হয়েছে, আসলে সে সেখানে পৌঁছায়ই নি।

মনে করবার চেষ্টা করুন, মিসেস শর্মা! আপনি কি নিশ্চিত যে বাচ্চা আপনার সঙ্গে বীচে ছিল?

বিমলা শর্মা দ্বিধায় উত্তর দিলেন।

নিশ্চয়ই ছিল। আমি দেখেছি।

বাচ্চাকে দেখেছিলেন, না প্র্যামটাকে?

হ্যে... মানে...

আসলে আপনি প্র্যাম দেখে ধরে নিয়েছিলেন বাচ্চা ওতে আছে, ঠিক?

হয়তো - হ্যাঁ!

আমি নিশ্চিত যে বাচ্চা সুদ্ধ প্র্যামটাকে পথে আরেকটা একই রকমের প্র্যামের সঙ্গে অদল বদল করে নেওয়া হয়েছিল।

হঠাৎ বিমলা শর্মার মনে পড়লো-

আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। পরিষ্কার মনে পড়ছে... একজন স্ত্রীলোক আমাদের পিছু নিয়েছিল।

ঠিক আমাদের মেছুনে- একই রকমের একটা প্র্যাম নিয়ে আসছিল।

তারপর কি হল?

বিমলা ভাববার চেষ্টা করলো।

তারপর আমার স্বামী কি একটা ছুতো ক'রে একটু থামলেন।

আমি এগিয়ে ছিলাম, পেছন ফিরে দেখলাম...

একই রকমের প্ল্যাম নিয়ে সেই স্ত্রীলোকটা ফিরে যাচ্ছে।

আপনি নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারেন নি কি ব্যাপার চলছিল!

বাচ্চা প্ল্যামে আছে কি নেই তা দেখবারও নিশ্চয়ই কোনো কারন ঘটেনি...

...বিশেষ করে যখন বাচ্চার জায়গায় তার বড় পুতুলটা ছিল...

বিমলা শর্মা একমত হয়ে মাথা নাড়লেন –

কিন্তু আমার স্বামী এমন বিশ্রী ব্যাপার করবেন কেন?

কারণ উনি আপনার টাকা চান। মানে, আপনার বড়লোক বাপ-মায়ের টাকা!

আপনার স্বামী ঘোড়দৌড়ে প্রায় লাখ খানেক টাকা হারিয়েছেন। সে টাকা উনি ওঁর মনিবের সিন্দুক থেকে নিয়েছিলেন।

বাহাদুর, আমার এখনও ধাঁধা লাগছে। বড়লোক না হলেও, আমাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। আমার স্বামীর ঐ বিরাট অঙ্কের টাকার দরকার পড়বে কেন?

হারানো বাচ্চার অন্তত: কিছুটা রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল।

মাইনে দেবার দিন এসে গেছে। কর্মচারীদের মাইনে দিতে হবে।

যে টাকাটা উনি নয়ছয় করেছেন সেটা তার আগে ফেরত রাখতে চান। তাই ছল করে আপনার বাপমায়ের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করবার তালে আছেন।

হঠাৎ ঝড়ের মত বেলা এসে ঢুকলো।

বাহাদুর! বাচ্চাটা কোথায় খুঁজে পেয়েছি!

তার মানে আমাদের চালাকির চালটা আবার কাজ করলো।

ঠিক বলেছ!

ঠিক যা ঘটেছিল বেলা বলে চললো...

তোমার চিহ্ন দেওয়া এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে আমি সেলস্ গার্ল সেজে গেলাম...

আমাদের কোম্পানী বিনা-পয়সায় "ইয়াম ইয়াম" বিস্কুট দিচ্ছে-জনপ্রিয় করবার জন্যে...

একটা স্ল্যাটে বাচ্চাটাকে দেখলাম।

বাচ্চাটা যে আমারই তা ঠিক বলতে পারেন?

হ্যাঁ ঠিক; কারন আমার ব্যাগে আপনার বাচ্চার ছবি আছে।

কিন্তু বেশীর ভাগ বাচ্চাই এক রকমের দেখতে হয়, ভুলে যেও না বেলা!

বাহাদুরের কেমন যেন সন্দেহ হল।
ডাকাতকে সামনা করবার আগে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া চাই কিন্তু।
বেলা আত্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বললো -
শোনো এহলে-এ' ফ্ল্যাটের ভাড়াটের চোখ খয়েরী আর বাচ্চাটার চোখ নীল!
প্রজনন শাস্ত্র অনুসারে খয়েরী চোখ বাপমায়ের নীল চোখ বাচ্চা হয় না।
বাহাদুর বিমলা শর্মার দিকে ফিরলো।
বাড়ী ফিরে আপনার স্বামীর ওপর নজর রাখুন।
আমি পুলিশের সাহায্য চাইছা।
বজ্রাহত বিমলা শর্মা বাড়ী ফিরলেন।

বাড়ীতে—
কোথায় গিয়েছিলে বিমলা ?
বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে।
কি জন্যে ?
উনি কিছু জানতে চেয়েছিলেন।
ক্রীং!
সেই মুহূর্তে ফোন বেজে উঠলো।
বিমলা শর্মা রিসিভার তুললেন।
হ্যালো ?
মিসেস শর্মা, এতদিনে নিশ্চয়ই আপনার স্বামী টাকাটা জোগাড় করতে পেরেছেন !
টাকার জন্যে ডাকাতের ফোন...
না !
এক নতুন আগন্তুকের সঙ্গে মিসেস শর্মা জবাব দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

স্ত্রীর ভাবভঙ্গীতে মিঃ শর্মা একটু বিচলিত হলেন, তবে বুঝতে দিলেন না।

বাকি জীবনটা অনুতাপ করে কাটাতে চাও না নিশ্চয়ই। চাও কি?

যাই হোক না কেন, ডাকাতটাকে এক পয়সাও দেব না ঠিক করেছি।

মিঃ শর্মার মুখোশ খুলে গেল।

ছুরি হাতে স্ত্রীকে আক্রমণ করলেন।

তবে রে বজ্জাত! *@%&!

বাঁচাও!

বিমলা শর্মা মরিয়া হয়ে একটা চেয়ারে লাথি মারলো, আর—

আহ্!

দৌড়লো দরজার দিকে। কিন্তু শর্মা ছাড়লো না—

জ্যান্ত তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেব!

দরজার কাছে পৌঁছে মিঃ শর্মা ঘাবড়ে গেলেন। সাধারণ পোষাক পরা একজন লোক বাড়ীটায় নজর রেখেছিল, ছুটে এলো।

মিঃ শর্মা, আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল।

মিঃ শর্মাকে অ্যারেস্ট করার পরের দিন—

বেলা! এই বাড়ীটে?

হ্যাঁ!

আর এই ফ্ল্যাটে বাচ্চাটাকে দেখেছিলে!

ঠিক আছে, ঘন্টা বাজাও।

মেনস্ গার্ল সেজে বেলা ঘন্টা টিপলো আর দরজা খুলে গেল।

গুড মর্নিং ম্যাডাম!

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আপনাকে কিনা পয়সায় বিস্কুট ইয়াম ইয়াম বিস্কুট দিয়ে গিয়েছিলাম...

আজ সেই বিস্কুট সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে এসেছি। ভেতরে আসতে পারি?
বিস্কুট গুলোবাজে, কোনো স্বাদ নেই। ভেতরে আসবার দরকার নেই
মহিলাটি দরজা বন্ধ করবার আগেই বাহাদুর চট করে পা দিয়ে আটকালো।
একটু দাঁড়ান, আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।
ডাকাত হাজির হল।
কি?
গুলি চালাবার আগে যা বলবার বলো।
অত উতলা হবার কিছু নেই, মশাই!
বেরোও বলছি!
ডাকাতটা পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

আর হেঁয়ালি না করে বাহাদুর সোজাসুজি জানালো—

তোমার স্যাঙ্গাত এখন পুলিশের জিম্মায়—

কি?

ডাকাতের মুখের পরিবর্তন দেখে বাহাদুরের আর সন্দেহ রইলোনা, খুনি হয়ে উঠলো!

পুলিশ জানে যে তোমার পেশাদার সাহায্যের জন্যই মিঃ শর্মা এমন ডাকাতির মতলব করতে পেরেছিল।

উঃ না!

তোমার নিজের ভালোর জন্যে বলছি আমাদের সাহায্য করো।

এ খেলনাটা ফেল

ডাকাতটা ইতঃস্তত করায় পরিস্থিতি আরো অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো।

কিন্তু ডাকাতের আর কোনও পথ রইলো না। পুলিশের লোকেরা এসে পড়লো।

বাচ্চা কোথায়?

নিঃশব্দে বাচ্চার কাছে নিয়ে গেল।

পুতুলের মত সুন্দর!

পরে বাচ্চাকে তার মা, বিমলা শর্মার কাছে দেওয়া হল।

অনেক ধন্যবাদ বাহাদুর, আমার বাচ্চাকে ফেরত পেলাম, কিন্তু ওর বাবাকে হারালাম।

সেটা আপনার ইচ্ছে, মিসেস শর্মা। যদি এখনও তাঁকে চান, বছর পাঁচেক পরে তিনি ফিরে আসবেন...

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় বাহাদুর আর বেলা মিসেস বিমলা শর্মার কাছ থেকে গাড়ির জন্যে ৫,০০০ টাকা চাঁদা নিয়ে, ট্রেনে বাড়ী ফিরে গেল।

বিদায় বাহাদুর! সুখী হও বেলা!

ইন্দ্রজাল কমিক্স ক্যামেল

রঙের প্রতিযোগিতা

প্রবেশ ফি নেই

পুরস্কার জিতে নাও

ক্যামেল—১ম পুরস্কার ৩০ টাকা
ক্যামেল—২য় পুরস্কার ২০ টাকা
ক্যামেল—৩য় পুরস্কার ১০ টাকা
ক্যামেল—২টি সান্ত্বনা পুরস্কার
ক্যামেল—১০টি সার্টিফিকেট
ইন্দ্রজাল কমিক্স
৫টি সান্ত্বনা পুরস্কার

এই বিন্দু চিহ্নিত লাইন বরাবর কেটে নাও।

এই প্রতিযোগিতায় একমাত্র ১২ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীরাই যোগ দিতে পারবে। যে-কোন ক্যামেল রঙ দিয়ে ওপরের ছবিটি রঙীন করো। নিচের ঠিকানায় তোমাদের রঙীন-করা ছবিটি পাঠিয়ে দাও।

ইন্দ্রজাল কমিক্স, ডঃ ডি. এন. রোড, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া বিল্ডিং, বোম্বাই-৪০০ ০০১

ফলাফল চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হবে এবং সেবিষয়ে কোন যোগাযোগ বিবেচিত হবে না।

নাম———————————————————বয়স———————

ঠিকানা———————————————————————

সম্পূর্ণ ছবিটি রঙীন করা চাই।

এই তারিখের আগে পাঠাও: 15 JANUARY, 1979

Vision

CONTEST NO.18

http://amarboi.blogspot.in

ইন্দ্রজাল কমিক্স—ক্যামেল রঙের প্রতিযোগিতা নম্বর ১৫ : ফলাফল

প্রথম পুরস্কার : সুশান্ত দাস। বয়স-১২ বছর, খোঁহাটি, আসাম **দ্বিতীয় পুরস্কার :** সোমা মুখার্জী। বয়স-৪ বছর, চিনসুরা, হুগলী **তৃতীয় পুরস্কার :** অভিজিৎ হালদার-বয়স-৬ বছর, কলকাতা-৫৯ **ক্যামেল সান্ত্বনা পুরস্কার :** শামল ভট্টাচার্য্য। বয়স-১১ বছর, আপার বাবুপাড়া আসাম। ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী। বয়স-৪½ বছর, কলকাতা-৩৫। **ক্যামেল সার্টিফিকেট :** অতুল কুমার দউলাগুপু। বয়স-১০ বছর পোঃ অঃ হাফলং। ইন্দ্রনীল সরকার। বয়স-৭ বছর কলকাতা-২৭ সুস্মিতা ব্যানার্জী। বয়স-৯ বছর, ক্রশ রোড নম্বর-১৭ জামশেদপুর-৪। অরুণ কুমার চ্যাটার্জী। বয়স-১১½ বছর, ত্রিবেণী, হুগলী, রিতু মিত্র। বয়স-১২ বছর, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল মেদিনীপুর। সুশান্ত ভট্টাচার্য্য। বয়স-১১ বছর, কলকাতা-৩৬। চিরঞ্জীব পাল। বয়স-১১½ বছর, গ্রীন পার্ক, ২৪ পরগণা। রাজর্ষি ঘোষ-বয়স-৭ বছর ৯ মাস, ইছাপুর নবাবগঞ্জ বন্দনা কর। বয়স-৮ বছর ৩ মাস, লেলাল সাহা লেন হাওড়া। সুজিত সাহা। বয়স-১১ বছর, কলকাতা-২৫ **ইন্দ্রজাল কমিক্স সান্ত্বনা পুরস্কার :** সব্যসাচী গোস্বামী। বয়স-৫ বছর ৬ মাস, আপার চেলিয়াতাল, আসামসাল বুলা সাহা। বয়স-১২ বছর, কলকাতা-৪২ অলোক হালদার। বয়স-১১ বছর ৬ মাস, ত্রিবেণী, হুগলী প, বঙ্গ অমিত কুমার চ্যাটার্জী। বয়স-৮ বছর ১০ মাস, সোনারী, জামশেদপুর-১১ দেবরাজ দাস। বয়স-১০½ বছর, পোঃ খড়িয়া ২৪ পরগণা।

"নতুন ঘড়িটা আমার হাতে
কেমন লাগছে ?

কি মনে হয়, ঘড়িটা আমি কেমন করে পেলাম ?
একি জন্মদিনের উপহার ? না, মোটেও না।
অঙ্কে একশ'র মধ্যে একশ পাওয়ার পুরস্কার ?
না, তাও না ! ঘড়িটা আমি কিনেছি। হ্যাঁ,
ইউকোব্যাঙ্কে আমার জমানো টাকা থেকে।
ইউকোব্যাঙ্কে তুমিও অ্যাকাউন্ট
খুলতে পার। ব্যাপারটা খুবই সোজা।"

UCO-CAS/31 BEN

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

জেমসের মজার আসর

১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!

যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি ?

1 4 8 7 15 10 ? 13 29

বড় স্পষ্ট হরফে
শুধু ইংরেজিতে
তোমাদের উত্তর আর
নাম ও ঠিকানা লিখবে
এই ঠিকানায় পাঠাও :

"Fun with Gems"
Dept.E-7
Post Box No. 56,
Thane 400 601
Maharashtra

উত্তর পৌঁছবার
শেষ তারিখ :
12 th January, 1979

শিগগির!

তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি বড় (৩০ গ্রামের) প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফট চেক পাবে।

রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্

CHAITRA-C-193-BEN

Printed and published for the proprietors, BENNETT, COLEMAN & CO., LTD., by T. P. PITHAVALA at MODERN ART PRINTING WORKS, Patanwala Building, E. S. Patanwala Marg, Bombay-400 027. Editor: ANAND JAIN, General Manager: DR. RAM S. TARNEJA. Branches: 7, Bahadurshah Zafar Marg, NEW DELHI-110 002; 139, Ashram Road, AHMEDABAD-380 009; 105/7A, S. N. Banerjee Road, CALCUTTA-700 014. OFFICES AT: 13/1, Government Place East, CALCUTTA-700 069; 15, Montieth Road, Egmore, MADRAS-600 008; 407-1, Tirath Bhavan, Quartergate, PUNE-411 002; 26, Station Approach, Sudbury, Wembley, Middlesex, LONDON, U.K. London Tel. No. 01-903-9996.

Registered with the Registrar of Newspapers in India under No: R. N. 11583/66

USP/ACK-1

"I enjoy going to school
I also help mummy
in household work
After my homework
I read
AMAR CHITRA
KATHA —
very
simple
English"

Rs. 2.50
per copy

"An ideal treat for children which will amuse and enlighten them."
THE FINANCIAL EXPRESS, Bombay.

Discover the rich diverse cultural heritage of India through

AMAR CHITRA KATHA

—treasury of exciting and inspiring stories from Indian history, mythology, literature and folklore

AMAR CHITRA KATHA is good reading for everyone—young and old.

Hundreds of titles available in English and Hindi. Many in Marathi, Gujarati, Kannada, Bengali, Oriya and Malayalam.

amar chitra katha

Look for this sign of good reading on every title

Amar Chitra Katha also in:
- Bound volumes of 10 titles
- L.P. Records on Polydor
- Film strips

INDIA BOOK HOUSE